



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৬ পৌষ ১৪৩২, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকাল ।। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩-দিনের শোক ঘোষণা



জাতীয় ঐক্যের প্রতীক সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাবীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বেগম খালেদা

জিয়ার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন (৩) দিনের শোক ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার অপরাহ্ন থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

শোক পালনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেমিনার আয়োজন ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সকল হল/হোস্টেল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ বাদ জোহর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়।

উপাচার্যের শোক
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গভীর শোক প্রকাশ করেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিরলস সংগ্রাম ও সাধনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে দিক নির্দেশনা দিবে। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করেছেন এবং সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর অনন্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর শোক

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গভীর শোক প্রকাশ করেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছিলেন সক্রিয় অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। একজন গৃহবধূ থেকে নিজ যোগ্যতায় তিনি বাংলাদেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করে নেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে প্রধান অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং নারী শিক্ষা ও নারী নেতৃত্বের বিকাশে ও ক্ষমতায়নে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশিক্ষার বিস্তারে তাঁর ভূমিকা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে পেয়েছিলেন 'আপসহীন নেত্রী' উপাধি, যিনি বিশ্বাস করতেন বিভেদ নয়-উন্নয়নের রাজনীতিতে। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ-অগণিত মানুষের প্রেরণার উৎস। বেগম খালেদা জিয়ার চিরবিদায়ের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটল বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের এক দীর্ঘ সংগ্রামের পথযাত্রী। তিনি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর শোক
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় অসামান্য অবদানের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া রূপান্তরিত হয়েছেন এক অনন্য রাস্তানায়কে। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসীর মতো আমরাও শোকাচ্ছন্ন ও মর্মান্বিত। বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে অর্ধপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ধিতহারে অর্থায়ন ও নীতি সহায়তা, অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ হতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর পরিবার, সহকর্মী, ভক্ত এবং অগণিত নাগরিকদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি, যারা তাঁর মধ্যে মার্জিত সৌন্দর্য, নৈতিক সহকলিতা এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আপসহীন অঙ্গীকারের প্রতীক দেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাক এবং মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। তিনি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ভূমিকম্প-পরবর্তী হলসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন ও মেরামত কার্যক্রমের অগ্রগতি

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও হোস্টেলের কারিগরি মূল্যায়ন ও মেরামত কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ অধ্যাপক আবদুল মতিন

চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত

প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. আক্রাম হোসেন, হিসাব পরিচালক সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সংঘটিত

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত



বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো: ভোরে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাতার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পসজ্জা অর্পণ।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিভিন্ন আবাসিক হলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্র প্রদর্শনী/চলচ্চিত্র প্রদর্শনী/প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়। বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ইতিহাসকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না-উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪-এর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো পরস্পরবিরোধী নয় বরং এগুলো বাংলাদেশের জাতীয় সত্তা ও ইতিহাস নির্মাণ করেছে। এসব ঘটনাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভাজন সৃষ্টির যে রাজনৈতিক অপচেষ্টা চলছে, সে ব্যাপারে জাতিকে অপচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে

তিনি একথা বলেন। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শহিদ গিয়াস উদ্দিন আহমদের ছোট বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ঢাবি অ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুল্লু, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়মসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী সমিতি ও কারিগরি কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহিদ শরিফ ওসমান হাদীর দাফন সম্পন্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অকুতোভয় জুলাই যোদ্ধা শহিদ শরিফ ওসমান হাদীর দাফন গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে সম্পন্ন হয়েছে। দাফনকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক

মাহমুদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর ভিপি সাদিক কায়ম, জিএস এস এম ফরহাদসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ডিন, হল প্রভোস্ট, প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। দাফন কার্যক্রম শেষে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও জাতির ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের অগ্রসৈনিক শহিদ শরিফ ওসমান হাদীর দাফন আজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ তার এক সন্তানকে মায়ের মতো বুকে টেনে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, শহিদ হাদী এখন আর শুধু

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাবি'র সম্মাননা লাভ



২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে থার্মি-ফাস্ট নাইটসহ বিভিন্ন উৎসবে আতশবাজি, পটকা ও ফানুস ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনূকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের হাতে সম্মাননা ও ক্রেস্ট ভূলে দেন।

সম্মাননাপত্রে বলা হয়, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে পরিবেশ সংরক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য অবদান রেখে চলেছে। আতশবাজি ও ফানুস ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, রাসায়নিক দূষণ এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। পাখি ও বন্যপ্রাণীর ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য জনস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির কারণ। এসব বাস্তবতায় পরিবেশ রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র

দেশের জন্যও নৈতিক ও পরিবেশবান্ধব নেতৃত্বের অনুপম নিদর্শন। উপাচার্যের এই সাহসী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়বদ্ধতা ও নৈতিক নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার, র‍্যালি এবং ক্রিনক্যাম্পাস, গ্রীন ক্যাম্পাস, দূষণমুক্ত ক্যাম্পাস ও পাখিবান্ধব ক্যাম্পাস শীর্ষক কর্মসূচিসহ পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোল মডেল হিসেবে কাজ করছে। আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন পরিবেশবান্ধব এসব কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এস্টেট অফিস, পরিবেশ সংসদ, গ্রীন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন, কলা অনুষদের ডিন, আইন অনুষদের ডিন ও ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় এসব কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

বিআইআইটি'র উদ্যোগে উইন্টার স্কুল কার্যক্রম



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) এর উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (আইআইআইটি) ও ফেয়ারফায়ার ইনস্টিটিউট এর যৌথ সহযোগিতায় চার দিনব্যাপী উইন্টার স্কুল কার্যক্রম গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধন করা হয়। এতে দেশের ৩০টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম এবং বিআইআইটি'র একাডেমিক ফেলো ড. মুমতাহিনা। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিআইআইটি'র উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় শুরু হওয়া এই

উইন্টার স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ সংযোগ জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ আয়োজন জ্ঞানচর্চার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল সরকারি সহায়তায় পরিচালিত হতে পারে না; সমাজ ও বিভিন্ন অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণই বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তিশালী করে। এ ধরনের উদ্যোগ সেই সংযোগকে আরও বিস্তৃত করে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ এ আয়োজনের গুরুত্বকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। টপিকগুলো কিছুটা জটিল মনে হলেও নিরুৎসাহিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপাচার্য বলেন, জ্ঞান অর্জনে ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চার দিনব্যাপী এ উইন্টার স্কুলে জ্ঞান-বিনিময়, গবেষণাধর্মী আলোচনা এবং সমসাময়িক বৈশ্বিক বিষয়বস্তির ওপর বিভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রক্টর, প্রভোস্ট, শিক্ষক, বিভিন্ন দফতরের প্রধান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার শুরুতে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ শুধু স্মরণীয় কোনো ইতিহাস নয় বরং আমাদের জাতীয় ঐক্য, পরিচয় ও অস্তিত্বের ভিত্তি। এই আত্মত্যাগ যতদিন আমাদের স্মৃতিতে জীবিত থাকবে, ততদিন জাতি হিসেবে আমাদের ঐক্য অটুট থাকবে। উপাচার্য বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কেবল আনুষ্ঠানিক কোনো দিবস নয়; এটি আত্মত্যাগের দায় স্বীকার করার উপলক্ষ। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ একটি কঠিন ও ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই সময়ে শহিদদের স্মৃতি আমাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মধ্য দিয়েই শহিদদের প্রতি আমাদের ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করা সম্ভব। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সর্বস্তরের মানুষের আরও বেশি অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এসব আয়োজন শুধু স্মরণ নয় বরং ঋণ স্বীকার ও দায়িত্ব পালনের একটি সম্মিলিত অঙ্গীকার। দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোষাধ্যক্ষের শোক

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করেন। এক শোকবাণীতে কোষাধ্যক্ষ বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে, বিশেষ করে নারী শিক্ষায়, তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে দেশ একজন দূরদর্শী রাজনৈতিক নেত্রীকে হারাল, যা জাতীয় জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস পালিত

‘Every Contribution Matters’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক স্বেচ্ছাসেবী সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টারি সার্ভিস ওভারসিজ বাংলাদেশ (ভিএসও)-এর যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়। দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও জ্ঞান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর কান্ডি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস এবং ঢাকাস্থ সুইডেন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন নায়োকা মার্টিনেজ-ব্যাঙ্কস্ট্রোম আলোচনায় অংশ নেন। ভিএসও বাংলাদেশ-এর কান্ডি ডিরেক্টর খবিরুল হক ঋগত বক্তব্য দেন। স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে মো. জামাল হোসেন এবং জয়া রানী মন্ডল বক্তব্য রাখেন।

ওসমান হাদীর দাফন সম্পন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একজন ব্যক্তি নন-তিনি ইতিহাস, তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার মৃত্যুতে মানুষের যে গভীর ভালোবাসা ও আগ্রহে প্রকাশ পেয়েছে, তা প্রমাণ করে অধিপতাবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরো বাংলাদেশে সবসময় একাত্ম। উপাচার্য জানান, পরিবারের অনুরোধ, ডাকসু নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব, সরকারের নির্দেশনা এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারসংলগ্ন এলাকায় শহিদ ওসমান হাদীকে কবরস্থ করার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ সিভিকোট সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি বলেন, এই কবরস্থানে সমাধিস্থ হওয়ার সুযোগ খুব অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান মানুষের হয়। যা শহিদ ওসমান হাদীর হয়েছে। এটি তার অবদানের প্রতি জাতির গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং সারা দেশবাসীর পক্ষ থেকে শহিদ ওসমান হাদীকে সম্মান জানানো হলো। আমরা আশা করি, তার আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কোনো সাধারণ অপরাধ নয়; এটি একটি আদর্শকে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে পূর্ণাঙ্গ বিচার নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এরপর শহিদ ওসমান হাদীর রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন তার বড় ভাই আবু বকর সিদ্দিক। এদিকে শহিদ ওসমান হাদীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের ভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

রোকেয়া দিবস পালিত



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকালে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী রোকেয়া হল প্রাঙ্গণে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসেন আরা বেগমসহ হলের আবাসিক শিক্ষক এবং হল সংসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পুষ্পস্তবক অর্পণকালে বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, পিছিয়ে পড়া নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে তিনি কাজ করে গেছেন। বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে একটি বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ভূমিকম্প-পরবর্তী হলসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন ও মেরামত কার্যক্রমের অগ্রগতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকম্পের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও হোস্টেলসমূহের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, কারিগরি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারিগরি প্রতিবেদনে কোনো হল ব্যবহারের অনুপযোগী বা হলে থাকা যাবে না এমন কোনো মন্তব্য বিশেষজ্ঞরা করেন নি। বিশেষজ্ঞরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি যেসব সংস্কার কাজের সুপারিশ করেছেন সে অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অতএব, আবাসিক হলগুলো থাকার উপযোগী এবং এক্ষেত্রে ভীতির কোনো কারণ নেই। কমিটি গঠন ও পরিদর্শন কার্যক্রম ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের লক্ষ্যে গত ২৬ নভেম্বর কোষাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে ৫ সদস্যবিশিষ্ট ৪টি কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেক সাব কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর পুরকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং ডাকসু মনোনীত একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। গত ৪ ডিসেম্বর কারিগরি সাব-কমিটিসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০টি হল ও ২টি হোস্টেলে র‍্যাপিড ভিজুয়াল পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এরপর ৮ ও ৯ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহ তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেয়। সে মোতাবেক কাজ চলছে। জরুরি মেরামত ও দরপত্র কার্যক্রম সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯টি মেরামত কাজকে জরুরি বিবেচনায় যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে দ্রুত বাস্তবায়নের

সুপারিশ গৃহীত হয়। এর আলোকে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় জরুরি বিবেচনায় OTM পদ্ধতিতে e-GP-এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান এবং অতিজরুরি ক্ষেত্রে DPM পদ্ধতিতে কিছু নির্দিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-
• শামসুন নাহার হলের ৬টি ব্লকের মধ্যে ১টি ব্লকের পূর্ণাঙ্গ মেরামত,
• ৬টি ব্লকের RCC ওভারহেড ট্যাংক খালি করে প্লাস্টিক ট্যাংক স্থাপন,
• সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্টিল প্রপ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে শামসুন নাহার হলের একটি বাথরুম ব্লকের মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় উপকরণ সাইটে আনা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক খালি করে জরুরি ভিত্তিতে প্লাস্টিক ট্যাংক স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতামত অনুযায়ী, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে স্টিল প্রপ স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট ১৭টি মেরামত কাজের জন্য e-GP-এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট (DEA) সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, কয়েকটি হলে Detail Engineering Assessment (DEA) পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। সে অনুযায়ী অতি শিগগিরই DEA কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি হলে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রায় তিন মাস সময় লাগতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ



তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ৫জন শিক্ষার্থীকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককালীন ৩০ হাজার টাকা করে বৃত্তি লাভ করেছে। তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ আর সি মঞ্জুমদার আর্টস মিলনায়তনে এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনারারি অধ্যাপক ড. এস এম মাদানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছদ্দিকুর রহমান খান এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রোকুমজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান রায়হান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- সুমাইয়া আক্তার সুমি, ফারিহা তাসনিম আরবী, মো. রায়হান রাকিব, জান্নাতী আক্তার এবং স্বচ্ছ দে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল



পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষা কমিশনের প্রকল্প পরিচালক মি. জেহানজেব খানের নেতৃত্বে ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের

উচ্চশিক্ষা কমিশনের প্রকল্প পরিচালক মি. জেহানজের খান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন।

আজ্ঞাচর্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বিফক্স ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

জাপানের এমইউএফজি ব্যাংকের এমডি



জাপানের এমইউএফজি ব্যাংক লিমিটেড (মিতুবুশি ইউএফজে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. কেনজি কিমুরা গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় একই ব্যাংকের কর্মকর্তা মি. আহমাস সাভিম রব তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলন



বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে
“Reimagining Librarianship:
Forging the Future with AI
Technologies” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ নবাব নওরোজ আলী
চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা
উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আববার
(সি.আর.আববার) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান
সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি ইস্ট
ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. দিলারা
বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস
এম আমানুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য
রাখেন। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আমেরিকান
লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট
অধ্যাপক ড. এমিলি ড্রাবিনস্কি। তথ্যবিজ্ঞান ও
গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো.
সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সমিতির
সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান,
মহাসচিব মো. হামিদুর রহমান এবং
সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন হাওলাদার
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। লায়ন এম আলমগীর
অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান



সাহায্যই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক চেন ডবিশিও এবং কনট্রোলারের চায়না এন্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মি. ফান দার্কির নেতৃত্বে চীন থেকে আগত একটি বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সম্মানে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা ক্লাবে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চীনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুহের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত একাডেমিক সম্পর্কতা এবং গঠনমূলক সংলাপ উপলক্ষ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়াহা হক বিদিশা, বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও কয়েকজন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সেমিনার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে 'A Study on the Foreign Policy of Bangladesh to Address the Challenges of Globalization in the Domains of National Security, Climate Change and Labor Migration' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সৈদাম ইমতিয়াজ আহমেদ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT) Project-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
হিট প্রজেক্টের এসপিএম অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফ স্বাগত বক্তব্য দেন। হিট প্রজেক্টের এএসপিএম অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোয়ানা রশীদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও শ্রম অভিবাসনের মতো বিষয়গুলোর উপর বিশেষ নজর দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ সকলকে একাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বিভাজন দূর করে জাতীয় স্বার্থে পরস্পরের হাত ধরে চলতে হবে।
জাতীয় নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও শ্রম অভিবাসন বিষয়ে আমাদের সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক্ষ এক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এআই ও আধুনিক শিক্ষণ কৌশল
বিষয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘Integrating AI into Teaching and Learning: Exploring Good Practice’ শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াজ আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এটি ওয়ার্কশপে একাডেমিক মূল্যায়ন ও শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং ব্রিটিশ ডক্টরাল বাংলাদেশের কান্দি রিভল্টের স্টিফেন ফোর্স।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ম্যানচেস্টার ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. গ্যারি মটেরাম। স্বাগত বক্তব্য দেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও টেলস সোসাইটি অব বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ড. মিঞা মো. নওশাদ কবির।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক ও টেলস সোসাইটি অব বাংলাদেশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূসরাত আরা।

ওয়ার্কশপটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে এবং টেল সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং এটি আর কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। বরং এআই আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও একাডেমিক কার্যক্রমকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, এআই-নির্ভর কন্টেন্ট ও স্বয়ংক্রিয় উত্তরের কারণে প্রচলিত মূল্যায়ন কাঠামো নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এআই যেমন বড় সুযোগ, তেমনি এর সঙ্গে রয়েছে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও। সঠিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো একক প্রতিষ্ঠান এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না।

উপাচার্য বলেন, এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে নতুন এক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, যা চাবির গবেষণা-সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই নতুন জ্ঞান, গবেষণা এবং অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমেই আমরা এআই সুবিধার পরিধি বৃদ্ধি এবং ব্যুক্তি কমাতে সক্ষম হবে।

বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি এবং এই ধরনের কর্মশালা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তৎপরপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় গুণগত শিক্ষায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক



অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ওলাড মুরলিক গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক ড. দিলারা জাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা এবং শিশু শিক্ষা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ

সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সেস্ট্রাল কুইল্যাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালা আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় গবেষণার সফল পৌঁছে দিতে পরিকল্পনানীতি এবং ব্যবহারিক কাজেভিন্নিক গবেষণার মধ্যে ব্যবধান কমানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কানাডা ও দক্ষিণ কোরিয়ার অধ্যাপক



কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসন্ধানের ডিন অধ্যাপক ড. জাভেদ মোস্তফা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকিউনকোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্যাম ওহ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডা ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উন্নীত করার জন্য বিশ্বের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে, অধ্যাপক ড. জাভেদ মোস্তফা আইকিউএসি সম্মেলন কক্ষে “AI and Machine-Learning approaches for Improving Biomedicine and Healthcare” শীর্ষক একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

এছাড়াও, অধ্যাপক ড. স্যাম ওহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে “AI and Machine-Learning approaches for Improving Biomedicine and Healthcare” শীর্ষক একটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর সঙ্গে বৃটিশ
কাউন্সিলের ডেপুটি ডিরেক্টরের সাক্ষাৎ



ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডেপুটি ডিরেক্টর মারিয়া রেহমান গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সঙ্গে উপাচার্যের সভাকক্ষে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগের প্রধান তৌফিক হাসান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা আরও জোরদার করার আশেপাশে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়

নিম্নেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড.
মামুন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
মুন্সরাঞ্জের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের
মধ্যে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং
যৌথভাবে জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য
ব্রিটিশ কাউন্সিলের উপ-পরিচালকের
সহযোগিতা কামনা করেন। ব্রিটিশ
কাউন্সিলের সহযোগিতায় ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের
জন্য কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
আয়োজনের বিষয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

ঢাবি গ্রন্থাগারে যুক্ত হলো ২৯টি আন্তর্জাতিক ই-রিসোর্স

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জন্য রিমোট অ্যাক্সেস সুবিধার্থে EZproxy সেবা চালু রয়েছে। পাশাপাশি Research4Life-এর আওতায় HINARI, AGORA, OARE, ARDI I GAOLI প্রস্টিফর্ম থেকেও গবেষণা উপকরণ ব্যবহার করা যাবে।

ই-বুকসের জন্য ১৪টি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে Cambridge eBooks Online, De Gruyter LIS Books Collection, Elsevier, JSTOR, Oxford Scholarship Online, Pearson, Project MUSE books, SAGE, Springer, Taylor and Francis,

World Scientific | Wiley Online|
তবে ACS eBooks Complete ও
McGraw Hill ই-বুকস সাময়িকভাবে
বন্ধ রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও
গবেষণা কগণ এসব ই-রিসোর্স তাদের
নিয়মিত পাঠদান, গবেষণা ও
একাডেমিক কাজে ব্যবহার করতে
পারবেন। গ্রন্থাগারের সকল সেবা
সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
<https://du.ac.bd/offices/LIB> অথবা
www.library.du.ac.bd ওয়েবসাইট
ভিজিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে
অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সুর ও ছন্দে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন



দেশাভ্যুবেধক গান, মঞ্চনাটক ও নৃত্যের ছন্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নৃত্যকলা বিভাগ, সংগীত বিভাগ এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মঞ্চনাটক, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। শিল্পীরা 'মোরা একটি ফুলকে

বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'এসো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার', 'মাগো ভাবনা কেন', 'ও আমার দেশের মাটিরে', 'তুই যে আমার সাত রাজার ধন', 'ও আমার দেশের মাটি', 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' প্রভৃতি সংগীত পরিবেশন করেন। এসব সংগীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক ফারজিয়া হক ফারিন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে। বিজয়ের এই গৌরব ধারণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।



মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান র্যালির নেতৃত্ব দেন।

অ্যাম্বুলেন্স-এক্সরে-ইসিজিসহ আধুনিক সরঞ্জামে সমৃদ্ধ হচ্ছে ঢাবি'র মেডিকেল সেন্টার

শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন ও জরুরি চিকিৎসা সেবা জোরদার করতে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ এই মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সেলিম রেজা, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাকিলা নার্গিস খান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের প্রধান

মাইক্রোস্কোপ, হাসপাতাল বেড, আলমিরা, চেয়ার, ডেস্কসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নিচতলায় ইমার্জেন্সি ইউনিট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি সংস্কার কাজ দ্রুত দৃশ্যমান হবে। এদিকে রোটারি ক্লাব অব গুলশান টাইগার্স-এর পক্ষ থেকে শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে একটি RO Water Filter হস্তান্তর করা হয়। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান নাজমুল করিম ফিল্ডারটি শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের প্রধান মেডিকেল অফিসারের কাছে তুলে দেন। এই ফিল্ডার প্রতি ঘণ্টায় ২০০ জিপিডি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করবে।



মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ তানভীর আলী, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)-এর বাংলাদেশ কান্ডি কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আলী আরমান, ডাকসু'র ভিপি সাদিক কায়েম, ডাকসু'র ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ, বিজ্ঞান সম্পাদক ইকবাল হায়দার ও বিভিন্ন হল সংসদের নেতৃবৃন্দ।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স, ১০টি এয়ার কন্ডিশনার, এক্স-রে মেশিন, ইসিজি মেশিন, এনালাইজার,

যা সেবাপ্রার্থীদের উপকারে আসবে। পরিদর্শন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সরঞ্জাম, অ্যাম্বুলেন্স ও ইমার্জেন্সি ইউনিট যুক্ত হওয়ায় সেবার মান আরও উন্নত হবে। তিনি এ প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য TIKA ও রোটারি ক্লাব অব গুলশান টাইগার্সকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি গ্রন্থাগারে যুক্ত হলো ২৯টি আন্তর্জাতিক ই-রিসোর্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য বহুল ব্যবহৃত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ২৯টি ই-রিসোর্স সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত কমিটির সভায় এসব ই-রিসোর্স ক্রয় ও সাবস্ক্রিপশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-জার্নাল, ই-বুক, ডাটাবেজ, এনসাইক্লোপিডিয়া, ডিরেক্টরি ও রিসার্চ টুলসসহ মোট ২৯টি আন্তর্জাতিক মানের ই-রিসোর্স সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে। এসব রিসোর্সের মধ্যে রয়েছে American Institute of Physics (AIP), American Society for Civil Engineers (ASCE), American society of Agriculture and Biological Engineers (ASABE), American society of Mechanical Engineers (ASME), Cambridge University Press (CUP), De Gruyter Journal, EBSCO including CMMC, Grove Art Online Include Benezit Dictionary of Artists, HeinOnline Academic Core Collection, Nature Research, Emerald Insight, IEEE Xplore Digital Library, Indian Journals, International Forestry Review, Institute of Physics (IOP), JSTOR, Manupatra for Online Database Access, MAX Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford Journals, Project MUSE, Royal Society for Chemistry (RSC), Scientific American, SciFinder, Southeast Asian archive, Springer, Wiley Online Library I Turnitin iThenticate PG ২.০।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হচ্ছে

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৯' ৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শিগগিরই শুরু হচ্ছে। এই প্রকল্পের স্থান নির্ধারণের জন্য চীনের একটি বিশেষজ্ঞ দল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ জগন্নাথ হল এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, ডাকসু'র ভিপি সাদিক কায়েম এবং চীনা Feasibility Study-টিমের বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন-এর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দলটি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়। উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য হল নির্মাণে সহযোগিতা করায় চীনের সরকার ও রাষ্ট্রদূতকে

আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা গত ১৩/১৪ মাস যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। চীন সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। আগামী ২/১ মাসের মধ্যে হল নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই ছাত্রী হল ছাড়াও অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বেশকিছু হল নির্মাণ করা হবে। এসব হল নির্মাণ করা হলে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫৯' ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গত বছর ছাত্রীদের আবাসিক সংকটের বিষয়টি আমাকে অবহিত করেন। তখন থেকেই আমরা এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বায়ু দূষণ রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

'বরাপাতা প্রজ্জ্বলন বন্ধ করুন' স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ বিষয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নির্মল বায়ু এবং বাসযোগ্য সবুজ ক্যাম্পাস বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরিকালচার সেন্টার, এস্টেট অফিস, ডাকসু, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন এবং পরিবেশ সংসদ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম,

নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান কিংবা দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এটি একটি অভ্যাস। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়কে আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে এক্ষেত্রে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, মল চত্বরের সবুজায়ন, শতবর্ষী গাছ চিহ্নিতকরণ, পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল সংরক্ষণসহ আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। গত বছরের মতো এবারও নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আতশবাহি না করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বরাপাতা প্রজ্জ্বলন বন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা



প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং পরিবেশ সংসদের সাধারণ সম্পাদক শেখ রাশেদ কামাল অনিক। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট ম্যানেজারসহ বিভিন্ন হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকাকর্মী ও মালী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি একটি

জাতীয় নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ও শ্রম অভিবাসন বিষয়ক সেমিনার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে 'A Study on the Foreign Policy of Bangladesh to Address the Challenges of Globalization in the Domains of National Security, Climate Change and Labor Migration' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার ও সংলাপ গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ বিভাগের সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT) Project-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাইফুল হক চৌধুরী, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ হুসাইন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার রাহনুমা সালাম খান, ব্র্যাক-এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল ইসলাম হাসান এবং বিএনএসকে'র নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুমাইয়া ইসলাম আলোচনায় অংশ নেন।

ইইই বিভাগের শিক্ষার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে অপটিকা স্টুডেন্ট লিডারশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগের শিক্ষার্থী অর্পণ সাহা গত অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর ডেনভারে অনুষ্ঠিত অপটিকা (পূর্বে OSA) স্টুডেন্ট লিডারশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগের দুই শিক্ষার্থী অর্পণ সাহা এবং মোহাম্মদ আজমাইন ফাতিম অপটিকা স্টুডেন্ট লিডারশিপ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর অর্পণ সাহা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য অপটিকা স্পন্সর করে এবং যাবতীয় খরচ বহন করে। অর্পণ সাহা এই আন্তর্জাতিক ফোরামে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ছিলেন। অপটিকা আয়োজিত স্টুডেন্ট লিডারশিপ প্রোগ্রামটি বিশ্বজুড়ে নির্বাচিত শীর্ষ ১০০ জন ছাত্র প্রতিনিধিকে একত্রিত করে। এতে ইন্টারেক্টিভ কর্মশালা, গ্রুপ আলোচনা এবং যোগাযোগ, দলগত কাজ এবং পরিষেবা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হয়।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮